JUN 09 2002

শিক্ষা মন্ত্রণালয় দুর্নীতি : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে

৭-১-০২ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহসানুল হক মিলন নিলফামারীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বিরাজিত দুর্নীতি সম্পর্কে যথার্থ মন্তব্য করেছেন। এ জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে দুর্নীতি লালনের প্রধান দু'টি সদর দরজার ওপর আলোকপাত করতে চাই। প্রথমটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে শিক্ষা অধিদফতরে যেখানে যে কোন ডিজির নিয়োগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চাকরি জীবনের শেষকালে অর্থাৎ ১ মাস থেকে ১ বছর মেয়াদ অবশিষ্ট থাকাকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগ প্রদান করে থাকে। তখন এই ব্যক্তির নিষ্ঠার সাথে দায়িত্বপালন বা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মান বৃদ্ধির উৎসাহ থাকে না। ফলে নিম্নস্তরের কায়েমী স্বার্থকেন্দ্রিক দুর্নীতি বর্তমানে যেন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। বিষয়টি বদলি থেকে পেনশন লাভের প্রক্রিয়ায় এমনভাবে জড়িত যে সরকারী কলেজের শিক্ষকগণ হাড়ে হাড়ে অবহিত আছেন।

দ্বিতীয়ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগসহ শিক্ষা অধিদফতরের সকল বিষয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যা শিক্ষামন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রীর অনেক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। স্মর্তব্য যে, এই সচিব আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রীর আওতাধীন আইএমইডির সচিব ছিলেন। তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর বদলি-পদোন্নতি ছাড়াও ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে চলেছেন এবং এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ চক্র কাজ করছে। ফলে কোন যোগ্য ব্যক্তি এই বিভাগে প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হননি। সরকার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিয়ামের তিনি পরিচালক। তাঁর সরাসরি প্রভাব বিস্তারের ফলে আওয়ামী লীগ শাসনামলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অর্থপুষ্ট বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিয়ামে অতি উচ্চ ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রজেক্ট-প্রমোটের বেশ কয়েকটি নিয়মিত প্রশিক্ষণ এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজসমূহের শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বিয়ামের মাধ্যমে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্মকর্তাকে প্রভাবিত করছেন। এহেন কর্মকাণ্ডে তিনি কেবল অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধাই গ্রহণ করছেন না বরং একটি নিজস্ব দুর্নীতি বলয় সৃষ্টি করেছেন। আর এসব কর্মকাণ্ডে সকল সরকারের আমলে তিনি বহাল তবিয়তেই রয়েছেন। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি দূর করার জন্য উপরোক্ত দু'টি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্ষের ভূত সম্পর্কে সরকারকে অনুসন্ধান করতে হবে।

আবদুল মালেক
প্রাক্তন অধ্যাপক
মীরবাগ, রংপুর।